শতবর্ষে হার্জের টিনটিন

অনিরুদ্ধ সরকার

শব্দ প্রকাশন

সূচি

- একনজরে টিনটিন ১১
- বিভিন্ন চরিত্র ১৭
- হার্জে নামের নেপথ্যে ৩৭
- হার্জের কথা ৩৯
- হার্জে মিউজিয়াম ৪৭
- টিনটিন কাহিনির চরিত্র ও প্লট নির্মাণ ৫১
- টিনটিন রাজনৈতিক না অরাজনৈতিক? ৫৪
- হার্জের ভাবনায় টিনটিন স্কেচ, সাদা-কালো থেকে রঙিন হল টিনটিন ৫৭
- হার্জে এবং নাৎসিদের কথা ৬৩
- সোভিয়েত দেশে টিনটিনের নেপথ্যে ৬৯
- আমেরিকায় টিনটিনের কথা ৭৬
- ব্লু-লোটাস, তিব্বতে টিনটিন এবং চ্যাং-এর কাহিনি ৭৯

- চাঁদে টিনটিনের অভিযান ও কিছু অজানা ঘটনা ৮৩
- জল-স্থল-অন্তরিক্ষ সর্বত্র পাড়ি দিয়েছে টিনটিন ৮৮
- টিনটিন ও স্নোয়ি ৯২
- সত্যজিৎ রায় এবং বাংলায় টিনটিন ৯৫
- স্পিলবার্গ-এর সিনেমায় টিনটিন ১০০
- টিনটিনের প্রথম ফ্যান-ফিকশন ১০৬
- হার্জে এবং চ্যাংয়ের কাহিনি ১০৯
- টিনটিনের 'চন্দননগর' যোগ ১১৩
- টিনটিনের কমিকসে নারী চরিত্র ১১৫
- হার্জের প্রেমিকা 'মিলু'-র কাহিনি ১১৭
- টিনটিন সিরিজের প্রচ্ছদ মূল্য ১১ কোটি টাকা! ১২২
- হার্জের টিনটিন স্কেচের খসড়া এবং কালির ব্যবহার ১২৪
- টিনটিন চরিত্রের নেপথ্যে কি প্যাল হুল্ড? ১৩৪
- হার্জের মৃত্যু ও টিনটিনের ভবিষ্যৎ! ১৩৯
- টিনটিন প্রসঙ্গে... ১৪৬
- টিনটিনের বইগুলো ১৪৯

একনজরে টিনটিন

টিনটিন, তরুণ বেলজিয়ান সাংবাদিক। বয়স উনিশের মধ্যে। গোল মুখমণ্ডল। কপালের ওপর আঁচড়ে তোলা সোনালি চুল। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী। আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। সৎ, ভদ্র এবং সহানুভূতিশীল। সে বিশ্বাস করে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমে। দ্রুত চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে যার মধ্যে। অন্যায়ের সঙ্গে যে কোনো আপোশ করে না।

টিনটিন পেশায় সাংবাদিক হলেও নেশায় কিন্তু সে অভিযাত্রী। টিনটিন তার কুকুর স্নোয়ি, বাংলায় যার নাম কুট্টুস, তাকে নিয়ে সারাবিশ্বে ঘুরে বেড়ায়। 'অ্যাডভেঞ্চার অফ টিনটিন'-এ টিনটিনের সঙ্গী ক্যাপটেন হ্যাডক যে একজন নাবিক, যার মুখ ভরতি দাড়ি এবং যে প্রচুর মদ খায়। আছেন প্রোফেসর ক্যালকুলাস, যিনি কানে শোনেন না, কিন্তু একজন আবিষ্কারক। আর আছে দুই অপদার্থ ডিটেকটিভ। যারা আবার যমজ ভাই। নাম, জনসন ও রনসন।

বেলজিয়াম শহরে ১৯০৭ সালে টিনটিনের স্রষ্টা অ্যার্জে বা হার্জের জন্ম। খুবই সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠেন হার্জে। জানা যায়, ছোটোবেলায় তিনি ছিলেন একজন বয়স্কাউট। ছটফটে স্বভাবের হার্জেকে বন্ধুরা ডাকত 'ছোট্ট শেয়াল' বলে। হার্জে পরে সংবাদপত্রে যোগ দেন, তবে সাংবাদিক হিসেবে নয়, একজন ইলাস্ট্রেটর হিসেবে। ওই পত্রিকার পাবলিকেশনস বিভাগের ডাইরেক্টর ছিলেন অ্যাবে ওয়ালে নামে এক ধর্মযাজক। এই অ্যাবে তরুণ হার্জের মধ্যে বড়ো কিছু করার সম্ভাবনা লক্ষ করেন। তিনি একদিন হার্জেকে ডেকে বলেন, "সংবাদপত্রের জন্য তোমায় কিছু ছবি আঁকতে হবে। হার্জে, তুমি তোমার নিজের মতো করে একটা চরিত্র সৃষ্টি করো।" অ্যাবের কথা মতো হার্জে উঠে পড়ে লাগলেন। ১৯২৯ সালে জন্ম নিল কিশোর সাংবাদিক টিনটিন।

বিড়াল ছিল হার্জের খুব পছন্দের। ছোটোবেলায় বেড়াল পুষতেনও তিনি। তাহলে প্রশ্ন জাগে টিনটিনের সঙ্গী বেড়াল না হয়ে কুকুর হল কেন? হার্জে এর উত্তরে একজায়গায় বলছেন, "কুকুর হিসেবে স্নোয়ি যে কাজগুলো করে, বেড়াল হিসেবে কী সেটা তার করলে মানায়?" আর একবার মজা করে বলেছিলেন, "আমার বাবা-কাকাই আসলে ডিটেকটিভ জনসন আর রনসন।" হার্জে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে সৃষ্টি করেছিলেন টিনটিন ও তার আশপাশের চরিত্রগুলিকে। টিনটিন অনেকটাই শার্লক হোমসের মতো, যেখানে সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাপিয়ে গেছিল। হার্জে একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "প্যাল হান্ড বলে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তিনি সারা বিশ্ব ঘুরেছিলেন। টিনটিন সৃষ্টিতে আমি উনার দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলাম।"

'লা পাতি ভ্যাঁতিয়েম' পত্রিকায় টিনটিনের আত্মপ্রকাশ, ধারাবাহিকভাবে। টিনটিন এত তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে তা হার্জে ভাবতে পারেননি। হার্জে টিনটিনকে নিয়ে লেখেন ২৩টি সম্পূর্ণ কাহিনি। শেষেরটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সারা বিশ্বজুড়ে ১১২ টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে টিনটিনের কমিকস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি বেলজিয়াম অধিগ্রহণ করে। সেসময় বেলজিয়ামের বিখ্যাত দৈনিক 'লা সিওরঁ'

কাগজে হার্জে যোগ দেন। সেখানেও টিনটিন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা বেলজিয়ামের পত্র-পত্রিকার ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করে। টিনটিনের কমিকসের ওপরও আসে নানা নিষেধাজ্ঞা। তখন হার্জে বাধ্য হয়ে সাংবাদিক টিনটিনকে বেশ কিছুটা সেন্সর করে দেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নাৎসিদের প্রভাব কমলে টিনটিন আবার স্বমহিমায় ফিরে আসে। বেলজিয়ামে 'টিনটিন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকারও আত্মপ্রকাশ ঘটে। হার্জে ছিলেন চ্যাপলিনের বড়ো ফ্যান। সেকারণে তাঁর বেশ কিছু গল্পে চ্যাপলিনের সিনেমারও প্রভাব পড়েছে।

সাংবাদিক টিনটিন কিংবা খুদে গোয়েন্দা টিনটিন, যাই বলুন না কেন তার অভিযান কিন্তু নিছক অ্যাডভেঞ্চার নয়, হার্জের এই কমিকস চরিত্রটির কিন্তু একটা আদর্শ আছে, তাই সে আজও জনপ্রিয়। সেযুগে দাঁড়িয়ে যে সাংবাদিকতার পাঠ পড়িয়েছিল। যে সাংবাদিকতায় সমঝোতা ছিল না, সুবিধাবাদ ছিল না; ছিল আদর্শের জন্য, মানবতার জন্য আত্মত্যাগ।

টিনটিন সাংবাদিক হয়ে প্রথম সোভিয়েত দেশে পাড়ি দিয়েছিল। তারপর কঙ্গো, আমেরিকা, তিব্বত সহ একের পর এক দেশে সে অভিযান চালিয়েছে। সত্যিই সে 'দুঃসাহসী'। সে পার করেছে সাহারা মরুভূমি। রাত কাটিয়েছে ইনকাদের কারাগারে। এমনকি গ্যাগারিন বা নীল আর্মস্ট্রং বাস্তবে চাঁদে পৌঁছোনোর অনেক আগেই এই খুদে সাংবাদিক চাঁদের মাটিতে পা রেখেছে। ভাবা যায়!

'লা পাতি ভ্যাঁতিয়েম' কাগজের প্রতিনিধি হয়ে টিনটিন প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন কমিউনিস্টদের দাপট, চলছে স্তালিন যুগ। পশ্চিমের দেশগুলি তখন লাল আতঙ্কে তটস্থ। 'কমিউনিজম' মানেই পশ্চিমের দেশগুলির কাছে ছিল সন্ত্রাস। এমনই এক প্রেক্ষাপটে হার্জে তাঁর খুদে সাংবাদিককে পাঠাচ্ছেন সোভিয়েত রাশিয়ায়। জীবনকে বাজি রেখে টিনটিনের কাজ সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করা। গল্পের শুরুর দিকে টিনটিনের ওপর বোমা ছোড়া হয়। অল্পের জন্য সে বেঁচে যায়। রাশিয়ার প্রশাসন টিনটিনের পেছনে উঠে

পড়ে লাগে যাতে সে কোনোভাবেই দেশের ভেতরের খবর সংগ্রহ করতে না পারে। কমিউনিস্টরা একনায়কতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় তারা কোনোভাবেই চান না তাঁদের ভেতরের খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হোক। তাই সাংবাদিক টিনটিন তখন হয়ে উঠল তাঁদের প্রধান শত্রু। রাশিয়ার এক গ্রামের নির্বাচনের ঘটনা। নির্বাচন চলছে। টিনটিন সেখানে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অবাক হয়। সে দেখে অস্ত্র দেখিয়ে ভোট হচ্ছে। আর শেষ অবধি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীই ভোটে জিতল। কমিউনিস্ট দেশের নির্বাচন ছিল এরকমই। ভেবে দেখুন সাল কিন্তু ১৯২৯, আজ থেকে প্রায় একানব্বই বছর আগের ঘটনা। এদিকে টিনটিন ধরা পড়ার পর যখন তাঁকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে সে দেখে দুজন চিনা নাগরিককে কয়েদিদের নির্যাতন করার জন্য আলাদাভাবে জেলখানায় নিয়োগ করেছে রাশিয়ার সরকার। কমিউনিস্টদের অত্যাচারের গল্প যেমন এখানে স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট চিন ও রাশিয়ার সম্পর্কের দিকটিও। গল্পের একেবারে শেষের দিকে টিনটিন কমিউনিস্টদের এক গোপন আস্তানায় আটকা পড়ে। সেখানে এক কমিউনিস্ট নেতা টিনটিনকে বলে—

"তুমি যে গোপন আস্তানায় এসেছ— এখানে লেনিন, ট্রটস্কি আর স্তালিন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা বহু সম্পদ জমিয়েছে।" হার্জের মেরুদণ্ড কতটা শক্ত ছিল তা এই সংলাপ থেকেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, বলশেভিকরা নাকি ডিনামাইট দিয়ে ইউরোপের বড়ো বড়ো রাজধানীগুলো উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল। আর সেই পরিককল্পনা ভেস্তে দেয় আমাদের এই খুদে সাংবাদিক। আর তার পুরস্কারস্বরূপ বার্লিন সরকার টিনটিনকে দেয় দুই হাজার মার্ক। বেশ কিছু সমালোচক তাঁদের লেখায় লিখছেন, "হার্জে যে বেলজিয়ান সংবাদপত্রে ইলাসট্রেটর হিসেবে কাজ করতেন সেই পত্রিকার মালিক নরবার্ট ওয়ালেজ হার্জেকে বাধ্য করেন সোভিয়েত দেশে টিনটিন লেখাটি লিখতে। কারণ পত্রিকাটি ছিল রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণপন্থীদের। তাই পত্রিকার মালিক চেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের অত্যাচার ও সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশ করতে।"

আবার এই খুদে সাংবাদিক যখন চিনে গিয়ে দেখে জাপানিরা চিনাদের ওপর নানান অত্যাচার করছে। তখন সেই ঘটনাও সে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। ব্যস! খবর প্রকাশ্যে আসতেই জাপান সরকার বেলজিয়াম সরকারকে হুমকি দেয় আন্তর্জাতিক আদালতে বেলজিয়ামকে তারা দেখে নেবে বলে। শোনা যায়, মামলা চলে দুদেশের মধ্যে। হার্জে ছিলেন এমনই একজন মানুষ, যিনি টিনটিনের সাংবাদিক সত্তার ওপর কখনোই কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেননি। যেদেশে যা ঘটেছে তা নিয়েই তিনি লিখেছেন। তাই তিনি দেখিয়েছেন। টিনটিন হয়তো তাই সাংবাদিক হিসেবে আজও বড্ড প্রাসঙ্গিক।

টিনটিনের 'কঙ্গো অভিযান' প্রকাশিত হওয়ার পর টিনটিনকে নিয়ে একদল সমালোচক নানা বিরুপ মন্তব্য করে। যার মূলে ছিল সাদা চামড়া-কালো চামড়ার বর্ণবাদী সমীকরণ। একদল মার্কিন হীরা পাচারকারীর বিরুদ্ধে টিনটিনের এই কঙ্গো অভিযান খুব সাধারণ অ্যাডভেঞ্চারের গল্প হলেও এই অভিযানে সাদা চামড়া ও কালো চামড়ার বর্ণবৈষম্যের একাধিক প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকে সরব হন। কেউ কেউ সরাসরি লিখলেন, "বেলজিয়ান সাদা চামড়ার সাংবাদিক টিনটিন আফ্রিকা মানেই বর্বরতাকে দেখিয়েছেন। নিজেকে উন্নত অবস্থায় রেখে প্রভুত্ব খাটিয়েছেন।" কেউ কেউ আবার এডগার রাইস বারোজের টারজান কিংবা ফ্যান্টমের প্রসঙ্গ টেনে এনে বললেন, "আফ্রিকা মানেই বন্য সংস্কৃতি এই ভাবধারার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।" ফ্রানৎস ফেননঁ, তাঁর "ব্ল্যাক স্কিন, হোয়াইট মাস্ক" বইয়েও এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

কেউ কেউ এর রাজনৈতিক কারণ ব্যাখ্যা করে লিখছেন, "কঙ্গো তখন বেলজিয়ামের অধীনস্ত উপনিবেশ। বেলজিয়ান শাসনের প্রতি কঙ্গোর সমর্থন দেখানোর জন্য হার্জেকে দিয়ে লেখানো হয় টিনটিনের কঙ্গো অভিযান।" এই টিনটিন কিন্তু আবার 'টিনটিন ইন আমেরিকা'-তে পুঁজিবাদের কট্টোর সমালোচক। আবার 'টিনটিন অ্যান্ড দ্য পিকারোসে'-তে স্বৈরাচারকে পরাজিত করার পর টিনটিন তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে, যা প্রমাণ করে টিনটিনের মানবিকতা।

হার্জে সারা পৃথিবী ঘোরেননি, তাহলে হার্জে টিনটিনকে এত নিখুঁতভাবে কীভাবে সারা বিশ্ব ঘোরালেন? আসলে লেখার আগে হার্জে রীতিমতো ফিল্ড স্টাডি করতেন। যাকে বলে ক্ষেত্রসমীক্ষা। সংবাদপত্র অফিসে চাকরির এটা ছিল সুবিধে, লেখার আগে কাউকে পাঠিয়ে বা নিজে গিয়ে বিভিন্ন জায়গার ফোটো তুলে আনতেন। চিন কিংবা আমেরিকার রাস্তাঘাটই হোক আর তিব্বতের পাহাড়ই হোক, সব দেশের ছবি নিখুঁতভাবে দক্ষ হাতে মূল ছবি থেকে কপি করতেন হার্জে। দেশ-বিদেশের ছবির এক বিরাট কালেকশন ছিল তাঁর। প্রথমে খসড়া করে ইন্ডিয়ান ইঙ্কে ছবিগুলি এঁকে সবশেষে সংলাপ বসাতেন তিনি।

জানা যায়, জুলে ভার্নের 'অ্যারাউণ্ড দ্য মুন' পড়ে এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন হার্জে যে তিনি ঠিক করেন টিনটিনকে চাঁদে পাঠাবেন। আর এই নিয়েই তাই লিখেছিলেন 'চন্দ্রলোকে অভিযান' এবং 'চাঁদে টিনটিন' সিরিজটি। শুনলে অবাক লাগতে পারে ক্যাপটেন হ্যাডকের হুইস্কি খেয়ে মহাশূন্যে ভ্রমণের এগারো বছর পরে ইউরি গ্যাগারিন বাস্তব মহাকাশে পাড়ি দেন। আর টিনটিন চাঁদে পা দেওয়ার উনিশ বছর পরে নীল আমস্ট্রং চাঁদে পৌঁছোন! এর থেকে বোঝা যায় হার্জে তাঁর সময়ের থেকে কতটা এগিয়ে ছিলেন!

হার্জের ঘনিষ্ঠ এক চিনা বন্ধু ছিলেন। নাম চ্যাং চোঙরেন। যিনি চিন থেকে পড়াশোনা করতে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস এসেছিলেন। এই চ্যাংকে খুঁজতে যাওয়ার কাহিনি নিয়েই লেখা 'তিব্বতে টিনটিন'। যেখানে এসেছে লামাদের স্বপ্নাদেশ সহ নানান রীতিনীতির কথা। এমনকি ইয়েতির কথাও রয়েছে। 'তিব্বতে টিনটিন'-এ হার্জে তাঁর সঙ্গে চ্যাঙের বন্ধুত্বকেই দেখিয়েছেন। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় এই চ্যাং হঠাৎ করে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হার্জে অনেক খুঁজেও চ্যাংকে পাননি।

হার্জে মারা যান ১৯৮৩ সালে। তিনি মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছে হিসেবে একটি কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেছিলেন— "আমি মারা যাওয়ার পর যেন টিনটিনকে নিয়ে কোনো সিরিজ না লেখা হয়। আমি এই চরিত্রের স্রষ্টা। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে টিনটিনেরও মৃত্যু হবে।"

টিনটিন

টিনটিন এক খুদে সাংবাদিক। অ্যাডভেঞ্চার অব টিনটিন সিরিজের নায়ক। একজন রিপোর্টার আর অভিযানপ্রিয় মানুষ। দুনিয়ার অনেক দেশে নানা অভিযানে অংশ নিয়েছে। প্রথম দিকে টিনটিনের মডেল হিসেবে হার্জে তাঁর ছোটোভাই পল রেমিকে বেছে নিয়েছিলেন। পল ছিল একজন সৈনিক। শেষে পলকে দাঁড় করালেন খল চরিত্রে। কর্নেল স্পঞ্জ হিসেবে। ভিলেন স্পঞ্জের দেখা মেলে ক্যালকুলাসের কাণ্ডে। এর পর টিনটিন হিসেবে ভাবতে থাকেন অভিনেতা পল হাডকে। এরও পরে আরো অনেককেই টিনটিনের মডেল হিসেবে কল্পনা করেন হার্জে। তবে শুরুটা করেছিলেন ছোটোভাই পলকে দিয়ে।